প্রথম আলো

তারিখ 15 SEP 2008
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম ২

উইমেন ফর উইমেনের সংবাদ সম্মেলন

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়নকারীদে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকা জরুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী নির্যাতনের ঘটনায় শাস্তি হিসেবে সাময়িক বরখাস্ত অথবা তিন মাসের ছুটি নির্ধারিত থাকায় নির্যাতনকারীরা উৎসাহিত হয়। ফলে কঠোর শাস্তির বিধি থাকা জরুরি। প্রতিটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা ও কমিটি বাধ্যতামূলক করতে হবে।

গতকাল রোববার উইমেন ফর উইমেন নামের বেসরকারি সংগঠন আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলা হয়। সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য পড়ে শোনান সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক নিলুফার বানু। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একের পর এক যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উইমেন ফর উইমেনের সভাপতি মাহমুদা ইসলাম, সহসভাপতি পারভীন আহমেদ, সালমা খান প্রমুখ।

সম্প্রতি যৌন নির্যাতনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. কামাল উদ্দীনকে তিন মাসের বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়া হয়েছে। সেই প্রাথমিক তদন্ত কমিটির সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সাদেকা হালিম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সংবাদ সম্মেলনে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে ৭৩-এর আইন অনুযায়ী চলে, সেখানে প্রাথমিক তদন্ত কমিটির পর চূড়ান্ত তদন্ত কমিটি হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অব্যাহতি পেয়ে যাওয়ায় ঢাকার বিষয়টি কোন দিকে গড়ায়, তা নিয়ে আমি শঙ্কিত।' ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এসব নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রসংগঠনগুলো জড়িত থাকে। ফলে শিক্ষকেরা নিজেদের পক্ষে এবং অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করে। যেটা সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভেতর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট গত শনিবার রাতে ছাত্রী নির্যাতনের দায়ে নাট্যকলা বিভাগের অভিযুক্ত শিক্ষককে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পর নির্যাতনের শিকার পাঁচজনের একজন আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তিনি এখনো চিকিৎসাধীন। অধ্যাপক আনু

সেই অচলায়তন কেটেছে।

সংবাদ সম্মেলনে উইমেন ফর উইমে আহ্বানে উপস্থিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যাল আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পক্ষে তিনজন বক্ত দেন। তাঁরা প্রশাসনের কাছে এ ঘটন পুনঃতদন্তের দাবি জানান। তাঁরা জানান, অভিযু শিক্ষক প্রশাসনের সিদ্ধান্তের আগে নিজে বাঁচানোর জন্য ফোনে নির্যাতনের শিকার শিক্ষার্থী কাছে কাকুতি-মিনতি করেন। ফোনালাপে রেকর্ড তদন্ত কমিটির কাছে জমা দেওয়া হ তারপরও কীভাবে এই শিক্ষককে নির্দে ঘোষণা করা হয়, সে নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন ক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তাঁরা

যৌন নিপীড়নে অভিযুক্ত জাহাঙ্গীরনগ শিক্ষক সানোয়ার হোসেনকে (আহমেদ সা অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার প্রশাসনি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছে বিভিন্ন সংগঠ এদের মধ্যে আছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয় বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, গণসংহ